তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনুসারে সৎসঙ্গমাত্রের ভগবৎসাম্মুখ্য-বিষয়ে কারণত্ব উক্ত হইয়াছে। সেই সৎসঙ্গ বিনা অন্য কোন উপায়েই যে ভগবৎসাম্মুখ্য হইতে পারে না, তাহাই ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধমুখে দেখান হইতেছে। ৫।১২ অধ্যায়ে মহানুভব ভরত মহাশয় রহূগণ মহারাজকে বলিয়াছেন—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্মসত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপনাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে জাগতিক সমুদায় পদার্থ অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া স্বপ্নের মত মিথ্যা—এইরূপ উল্লেখ করায়, তাহা হইলে কোন্ বস্তু সত্য, ইহাই জানিবার আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—জ্ঞানই সত্য বস্তু। জ্ঞানের ব্যবহারিক সত্যতা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—সেই জ্ঞান পরমার্থ অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য। তিনকালেই ঐ জ্ঞান অবিকৃতরূপে বিদ্যমান আছে। ঐ জ্ঞানের ইন্দ্রিয়বৃত্তিজ্ঞানত্ব নিবৃত্তির জন্য ছয়টি বিশেষণ দিতেছেন—বিশুদ্ধং (১), বৃত্তিজ্ঞান অবিদ্যাকল্পিত; পারমার্থিক জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। পারমার্থিক জ্ঞান এক প্রকার—একম্ (২), অর্থাৎ তাহার প্রকারভেদ নাই; ব্যবহারিক জ্ঞান নীল পীতত্ব প্রভৃতি প্রকারভেদে বহুবিধ। পারমার্থিক জ্ঞান অনন্ত এবং অবহিঃ (৩), অর্থাৎ বাহ্যভ্যন্তরভেদশূন্য। ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাহ্য অভ্যন্তরভেদযুক্ত। জ্ঞান ব্রহ্ম (৪), অর্থাৎ পরিপূর্ণ; যে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কোন বিষয়েই অজ্ঞান থাকে না। ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, একটি বস্তুর জ্ঞানলাভ করিলে অন্য বস্তুর অজ্ঞান থাকিয়া যায়। পারমার্থিক জ্ঞান প্রত্যক্ (৫), অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রকাশ বা নির্ব্বিষয়। ব্যবহারিক জ্ঞান কিন্তু কোন একটি বিষয় আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। পারমার্থিক জ্ঞান প্রশান্ত (৬), অর্থাৎ নির্ব্বিকার, ব্যবহারিক জ্ঞান সবিকার। এই ছয়টি বিশেষণ দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিজ্ঞান হইতে পারমার্থিক জ্ঞানের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল। এইপ্রকার স্বরূপ ও জ্ঞানের সত্যত্ব প্রদর্শিত হইল। সেই জ্ঞানটি কি প্রকার, তাহারই আবার পরিচয় করাইতেছেন—ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যাদি গুণশালী বলিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া ভগবান। ঐ ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞানকে মহানুভবগণ বাসুদেব সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। সেই শ্রীবাসুদেবকে প্রাপ্তিও মহৎসেবা ভিন্ন